প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৩৫৮

প্রকাশক
প্রিয়ব্রত দেব
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জহরলাল নেহরু রোড
কলিকাতা-১৩

মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বি বেলেঘাটা মেন রোড
কলিকাতা-১৫

পুরাণকল্পে পুনর্বার

দেবেশ রায়

অরুণ সেন

প্রীতিভাজনেষু

পুরাণকল্পে পুনর্বার

আদির সৃষ্টি দাহ্য উল্লাস

ছন্দকের রথ

বিশ্বব্যাপ্ত এই জয়-পরাজয় তোমাতেও অর্শে
'না' যায়ও না বলা, 'হ্যাঁ' বলতে অমোচনীয় দ্বিধা
তাই কি অনন্যোপায়, খুঁজি তবে ভূত ও ভবিষ্যে
কোথায় তোমাতে হবে এ যাত্রা ক্ষমনীয় বুঝিবা
মৃত্যুংস্তীর্ষা কোন অভিযানে কোন হিরণ্ময় সত্যের আভাসে
অরিষ্টনেমিই জানে মকর ক্রান্তির পাড়ে, হিমান্তের পৌষে
তোমার ও-স্বর্ণরথ বোঝাই করেছে দিনশেষের মুকুলে রাঙা বিভা
আদিত্য, গন্ধর্ব, নাগ, ঋষি ও অপ্সরা, ওরা রথী
দ্যুতিময় রথ, অশ্ব, গতি, সঙ্গে সে—কালের যক্ষ
প্রহর উজিয়ে গিয়ে সকলে কি থেমে পড়ে সমে,
সকলের প্রাপ্য যত চুকিয়েই, —যাপনের লক্ষ্য
দিন যেন পায়, যেন পাথেয়ও বাড়ে পরিণামে
রাশিচক্র ঘুরে যায়, দেহপট ঘোরে, উদয়াস্ত যামে—
আমাকে মাড়িয়ে জাগে তোমার ও-অগ্নিরথ, রক্তমেঘে ডুবে গেল দিবা

ফিরিয়ে নাও তোমার সসাগরা

ফিরিয়ে নাও তোমার সসাগরা,—
এই কথা আজ,
বলতেও পারলুম

ফিরিয়ে নাও,
যেমন, দিয়েছিলে একবার, মুকুট
ও কিংখাবের সাজ, যেন মঞ্চের গৌরবে-ধরা

তৃষিতের পাত্র, আমি ভেঙেছিলুম কবে,
ভ'রে দিতে পারিনিক' পুণ্যের জল ?

বরং কী নয়, আমারই শিকারী খেলায়, রাজকীয়
মুহূর্তের পাপ-ই সম্বল

অপরাধ, হয়তো, অজ্ঞানে
যেন ভবিতব্য মেনে, তবে, সূচিমুখ তীক্ষ্ণ
তীর ছুঁড়ে করেছি হনন, তৃষাতুর
যৌবনের প্রাণ

আমি বৃদ্ধ, দেহ ধরে জরা,
লোলচর্ম, শিথিল-ও মনের শাসনের পাহারা

তাই বুঝি কোনো বরবর্ণিনীর অসংগত
রিপুর লালসা-দুরাকাঙ্ক্ষায়,
আমাকেই করেছে শিকার

আমারই দৃষ্টির সীমা ছেড়ে যায়, রাজ্য-সীমা
ছেড়ে অনুগত, আত্মজ আমার—
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ, সে-ই নয়নাভিরাম

আমি প'ড়ে একা, দগ্ধকাম, অন্তিমের
সঙ্গী শুধু দাহ,
আমাকে পোড়ায়,

অন্ধমুনির শাপগ্রস্ত,
—মোহান্ধ, স্নেহাতুর, অথচ অসহায়—

ক্ষীণ চেয়ে দেখি, —সরযূ তো
পূর্ব-স্মৃতি, ব্রহ্মপুত্রের-ও আজ চৈতন্য বিবায় ॥

স্মারক

এ-ও যেন প্রাচীনের ধূলট, তুলে-আনা
সংকীর্তনে ধুয়া,—
মাখামাখি স্বর

যা আমিও শুনেছি, আর, বলেছিও
আবার

কিছুই ধরা নেই যখন, নিশ্চয় ক'রে-ধরা,
যেমন তা ঘটেছে, অতীতে,—

আর আমিও জেনেছি, হয়তো, সে ভবিতব্যের
কোনো পূর্বাপর

ছিল যা কিছুই, গিয়েছেও,—গড়িয়ে
ভোগবতীর পাতাল,
ছয় স্রোতে

কেউ কি দিয়েছিল ঠেলে অস্তি-নেতির
এই ধস

কিংবা যেমন, শোওয়া-বসা পৃথক না ক'রে
শালগ্রাম, নির্বিকল্প নুড়ি,
থাকে ব'সে

আর, স্ফটিকের স্তম্ভটিও দেখে নেয়—
ভাঙা

আর, স্ফটিকের গাঁথনি খুলে ছুঁড়ে-দেয়
পাথর

থাকেও কী কিছু তার আয়তনে, নিজস্বভায়,
দিতে ভর ?

স্ফটিকের স্তম্ভটি ভেঙেছে,

কিছু কি রইল সে পতনের সাক্ষী ?
চূর্ণ-চূর্ণ কণায় উড়ছে, অবিশ্বাসী

স্ফটিকের স্তম্ভটি ভেঙেছে
কিছুই রইল না তবে বাকি,
অদৃশ্যের ভিৎ ঠেলে জড়ানো চিৎকার

স্ফটিকের স্তম্ভ,—ভেঙেছে,
তাই কি গ'লে পড়েছে অহেতুকী কৃপা না শেষ-দিশা,
জানুর উপরে তুলে বধ্যভূমের শিকার

পশুও নয়, ঠিক, পশু-মানুষেরই এই একাঙ্গী হৈতে
ঘোচে জোড়-বন্ধ, ঘোরে কাল-সন্ধি
ওই গড়নই তবে দৈবী, ওই গড়নেই জি ঘা ং সা !

স্ফটিক ও স্বর্ণময় নগরী,—উপাস্য, বেদী, উপাসক,
—প'ড়ে গেছে,
নৃসিংহ-প্রতীকও ভেঙেছে

আমি শুধু প্রতিরূপে অন্ধ ॥

অন্য নগরী বা বারণাবত

হয়তো জন্মই ছিল বটে দুর্ঘটনা,
মৃত্যু ছিল না

জন্ম আপতিক, তাই মৃত্যু বা হনন
সহজ

শয্যা থেকে কাঁধে অসন্দিগ্ধ শিশু
তুলে নেওয়া

জনারণ্যের সহজজীবনী এই-ই ?
মন্বন্তর
ঘটেনি, শুধু পুরাকালে

চতুর্বর্গে লোভ, মোহ, রিরংসা ও থাবা
চুপিসাড়—

আনাগোনা করে
কিন্তু, এই জতুগৃহে, জতুগৃহদ্বারে

একদা দেখেছি আমি
পড়ন্ত আভায়
ঢাকাচোরা কোণ, ছায়া ধরে

অস্থিপ্রায়
মুখ-চাপা

অপঘাত—
নগরীর সৌধ ও ভিতে
ঢাকা
দগ্ধধূম ওঠে
যেন বারণাবতে বা জনকাহিনীর
অন্যখাতে

নদী বায়

সুড়ঙ্গও যায়

খনক যায়
খনিত্রও যায়

গলি যায়
অলিগলি যায়

আশ্রয় হারিয়ে যায়
আশ্রয়প্রার্থীও যায়, ত্রস্তে,
দ্বিধা রেখে

অলিগলি—
যায়
রক্তকর্দম পায়ে মেখে

নদীপাড় মিশে যায়
ধূমন্ত মশানে

ফুৎকারে,
দাহে
পাঁচ প্রহর ব'য়ে আনে

সন্তানের শব নিয়ে অন্তেবাসী মাতারও
সৎকার

জতুগৃহ ভস্মসাৎ

মৃত আলো,
দিনশেষ,
দিনান্তের অগ্নিকাণ্ড শেষ, নেমে আসে

গোপনীয় তলে গড়িয়ে, চারিয়ে, আর
দূর ব্যেপে, স'রে,—গোপনীয়তর
তবে, অন্ধকারে !!

এখন আমাকে খোঁড়ো

এখন আমাকে খোঁড়া,
আমাকেই ছুঁড়ে-দেওয়া—

গন্ধের বাতাসে
কটু, তিক্ত, কষায়

আমাকেই শুইয়ে-দেওয়া
শহরের বাঁধানো চাতালে

ঘাস নেই, পাতা নেই, ঝামরে
জ্বলে গেছে

চলন্ত ব্যূহের ছোটাছুটি, সাইরেন-ও
থেমেছে

পর-পর প'ড়ে আছে
নিশ্বাসবহতা নেই, যারা

নিশ্বাসের হাঁফ নিয়ে, প্রাণপণ, আধো-জীবিতের
পতনের দৌড় গিয়েছে, চ'লে

প্ল্যাটফরম, শহর, টেলিফোন-বুথ,
টেলিগ্রাফ-তার,—প'ড়ে আছে

শুধু, আমার জন্যে কোনো বার্তা রাখলে না,
হৃদয়বিহীন, তুমি
কেন ??

জীবজগৎ-ও ক'রে স্তব্ধ

তবে, এখানেই, মানতে হবে ক্ষান্তি ?
রইল যা—শোচনাহীন নক্ত
আর উষা

কেন নয় বিংশোত্তরী,—এ দুর্মর নেশা
স্মৃতিও জড়িয়ে, ছাড়িয়ে—
চায় উৎক্রান্তি

কেন নয় তেমন উদয়, যেমন দৈনন্দিনে
অস্ত,
হৃদয়ে মেলে না পুনরুক্তি !

ডাকবে অপঘাতে তবে কি মেঘারূঢ়
চন্দ্রসূর্য-বিনিময়ে ভয়াল তাড়নে—
জীবজগৎ-ই ক'রে স্তব্ধ

বস্তু-পৃথিবী বইবে অজর কাল-ও
শুধু থাকবে না জৈবের-যৌগের আদি-পরিভাষা,
না মনন না বুদ্ধি—

দ্রষ্টাও নেই, শুধু অন্ধপ্রকৃতি
আমার সমিধও নষ্ট, আলবালে ভস্ম, কার আশা,
পোড়া বীজের সমাধি

তবে আমারই,—এ-আস্তিত্বের,—শেষ
দুঃস্বপ্ন

শ্বাসকষ্টেরও অন্ত,
পৃথিবীও অণু-ভাঙা চুল্লি

শুধু, খোলা ও নাঙ্গা, শতঘ্নী, পাশ,
আন্তর্দেশী

হ্রেষায় ওড়ায় তুঙ্গে,—অশরীরী
কল্কি !!

হাইবারনেশন

হয়তো শীতের চেয়ে আছে ভালো শীতের পোকাটি
ঘুমিয়ে রয়েছে,—ঘুমে
অধিকার পেয়ে

এতকাল ছিল বেশ নড়াচড়া ঘাস-পচা
পাতার কন্দরে,
কীটাণুকীটের কর্ম ধ'রে

এখন এসেছে তার লম্বা ঘুম—
হাইবারনেশন

তাই তো শীতের চেয়ে আছে ভালো শীতের পোকাটি
মোহ-কাতরতা পেয়ে

ঘুমের ভিতরে গিয়ে ঘুমের বাইরে
ভেসে গিয়ে

সে শুধু গিয়েছে তার খোলস রয়েছে প'ড়ে
পাশে

এমন চতুর-ও কেউ নেই আর
জন্মের খোলসও করবে চুরি

শীতের তাপের মধ্যে শীতের ঘোরের মতো, ভোরে
বিষ কামড়ের অনুপাতে,
বা তুলনায় এত বড় দেশ, তুই, ভালো !

শুধু আমাকে করেছে
মন্দ

আমার শরীরে দেয়নি,
শতাব্দী-পেরনো
—হাইবারনেশন !!

আজকে গ্রাফিকে মরে, পুনর্জন্মে

এই কি দুইকাল এসে ধরা দিল, ফের
দুই হাতে

কিংবা দুই শিঙ্‌ ধ'রে পাঞ্জায়, সাক্ষাৎ
প্রতিভূ দ্বন্দ্বের
বা দ্বন্দ্ব নিরসনের, অন্যথায়

কীভাবে পশুও চিনবে, উত্তেজিত, নাসারন্ধ্রস্ফীত
রক্তরাগে মত্ত পশু
কি স্পর্ধী মানুষ, মাতাদোর

আর, এইখানে ঘনিয়ে আসে তৃতীয় মাত্রায়-ও
সেই কাল—
এইবার আগামী জ্বলে, জ্বলদর্চি প্রায়, যেন মুকুরিত
ঝিলে, পারাবারে

সব আলো ঠিকরে পড়ে, আশা,—তাদের দেখবার
সংস্থান ভিন্ন হ'লে—
আলোয় ভিন্নতা পায়

কিন্তু জ্বলে চোখের ভিতরে
মহৎ অঙ্গার— পিকাসোর
কিংবা জ্বলে চোখের ভিতরে, দৃষ্টি যেন,
সেই যে কবির মতে, গতিমুখে
দাহে গের্নিকার

আজকে গ্রাফিকে মরে, পুনর্জন্ম
দেখেছি রেখায়—শিল্পের

পুরাণকল্পের থেকে সাম্প্রতিকে
পুনর্বার, মৃত—
বৃষাসুর, মিনোটার ॥

এমন নগরে নাগরদোলায়

ওর কেন যে মাথা কেন পা-ও গেল টলে,
সে-ও কি ঘুরেছে এমন নগরে নাগরদোলায় ?

এমন রুচির কানা ভিড়ে, কোলাহলের ট্র্যাফিক-
সিগন্যালে—
ওর সহজকান্তি ঘুরে যায়

ওকে কোরো না ক্লান্ত, কোরো না ক্লান্ত, ওর গ্লানি দাও ধুয়ে

দৈনিকের জটের আলে তুচ্ছের ক্ষুদ্রের কুশ
ওর পায়ে বেঁধে

অলর্কের কীট যেন, ওকে
অঙ্গ চিরে—
এই-ই তবে পরিণামী চিহ্ন ?

নাকি ওর দেহ-ই বেহুঁশ,
সত্তায় অথচ ভিন্ন
সম্বিৎ

তাই-ই ঝোলে নাগরদোলায় নরকের, রোখের দড়িতে, রেখে এককের
প্রতিবাদী স্তিৎ—

ওকে কোরো না ক্লান্ত, জাগরণ দাও, ওর গ্লানি দাও ধুয়ে

বিম্বমানুষ বিম্বের ঘর

আয়নায় মোড়া ঘর, যেন সে
বিম্বঘর—
হাওয়া ঢুকে পড়ে

ওড়াতে তোমার ধুলোর
তবক ?

আয়নায় মোড়া ঘর, অথচ
আয়না আকাশে, টাঙানো,

হাওয়া ঢুকে পড়ে—
ফেরাতে যে কাকে !

আয়নার ঘর
বিপরীত মুখ
আচম্বিতে—
আট প্রহর

বিপরীতে, তবে যাওয়া
ও আসা ?

আয়নায় ঘেরা চারিভিত
যেন অচলায়তন,
পাবে না দিশা

এখানেও চায়, ওখানেও, ও-যে
মহাপঞ্চক

স্বতই,—
এখানে-ওখানে দৃষ্টি সরাতে গিয়েও,
ঠেকে পাথর

বদলায় সীমা—দৃষ্টিরই, নাকি
দ্রষ্টাও !

আয়নায় মোড়া ঘর, অথচ
আয়না, প্রতিটি মোড়ে

মানুষ-ই কোথাও
ভাঙা—
আয়নায় ছায়া

মানুষই কোথাও, নিজের
সঙ্গে নিজের,
মুখাবলোকন

আয়নাই জানে বিশ্বমানুষ
ঠিকরে পড়েছে,—
হোম যায় পুড়ে

আয়না-ই চেনে—
বসতও করছে
পড়শি সে,

আয়নায়-মোড়া ঘর,
আয়না—
ঊর্ধ্বে-অধেঃ ॥

প্রবীণে পালা বাঁধে

মানুষ যদি তার আপন দেহমনে,
সে কথা বলতে কি ঘনাল
ছন্নতা—

নগর মিছে তাজ, গ্রামীণ
এ-শবাসনে !

গ্রাম-ও দূর রচে, নেভানো
গৃহকোণে,
মেলে না, মেলে না যা স্বরূপে সত্তা

সাগরে দ্বীপ ভাসে, নাগর-ও
দ্বৈপায়ন

নেই তো কোনো ব্যাস, যেভাবে
খর চিতা
দেখায় পরিসীমা দুঃস্থ লজ্জা

প্রাণের দীপ রাখা স্বভাবী
মৃদুকোণ—
নি পদবস্তু নি পক্ষিণঃ
এত সুষুপ্তিমায়ার মন্যতা

তবু কি হেলাফেলা
এতটা বাধ্যতা

প্রবীণে পালা বাঁধে, নবীন ধুয়ানেতা
নেই তো—
কোন ব্যাস ভনে যে এত কথা ॥

সময় ধরেছে অনুপূর্বের স্মৃতি

সময় ধরেনি অনুপূর্বের
স্মৃতি ।
এত হেঁটে-যাওয়া
ছ'ড়ে-যাওয়া পায়ে পায়ে
জয় তুলে নিয়ে
পরাজয়-ও নিয়ে ভালে
প্রমথের মতো তিনটি নয়নে
দৃষ্টি
একটি জীবন ইতিহাসে পায়
আমরণ সংগতি

এত কি মিথ্যা জন্মেছিল
এই কালে
তাই ডমরু ও পদপাতে
নড়ে সৃষ্টি
শ্মশানে-মশানে
উড়িয়ে-ছড়িয়ে, ছাইয়ে—

এই মন্থন দেখেছি কখনো
যুগান্তে দাবানলে
খাণ্ডবদাহে অগ্নি
বীর-কে পরায় রণবেশ,—
পেতে প্রজন্মশেষ—
ক্লান্তি !!

স্মৃতি অবলম্বনে

১· ক্ষমা ও পূর্ণিমা

ক্ষমা ও পূর্ণিমা এত অবলীলা
—আমাকে টেনেছে

প্লাবিত পৃথিবী, প্রাক্—
পরিণামী স্মৃতি,
কোজাগর রাতে

অতিকায় ডানায় অজ্ঞাত বহ্নি—
কন্দরের
পাকে

আশ্রয়হীনতা
আজ—
আশ্রয়হীনতা—তবু, আজ

খুঁজে গেছে আশ্রয় তোমাকে ॥

২· আমার চলায় তাদের চলৎকালের

কুলায়হীন সন্ধ্যা যেন না
—আসে

ভোরের কাশ্যপেয়-র ধ্বজা,
ভ্রাম্য, ওড়ে—

তোমার চোখে, অমা,
আমার জ্বলা

অর্বুদ যুগ, নির্বাপিত
আলো—

নির্বাপিত কোথায় !—আছে,
কল্পে জেগে

আমার দেখায় তাদের দেখা,
লেগে

আমার আসায় তাদের আপাত যাওয়া
-আসা

আমার চলার বাঁকে, ফেরার
হঠাৎ মোড়ে

তাদের চলৎকালের ছায়া, উপচে
মেশে ॥

হৃদয়ে যদ্বিভাতি

যেমন, হৃদয়ে ভাসে
—যদ্বিভাতি

এই কথাটিও রাখতে আসা
সময়ে ধ'রে,
আয়তনবান সত্য

নিয়তিই যেন, উন্মাদ রাহু আকাশে
লাফিয়ে
অনন্তগ্রাস মুখে নিতে গিয়ে, গড়িয়ে
পাতাল

কল্পসাগরে বিষামৃতের মন্থনে লাগে
কোলাহল...

অলকানন্দা, ভোগবতী হ'য়ে ত্রিপথগা
নামো গঙ্গা

কেনবা জটিল জটার আড়ালে লুকোবে, তোমার
জয়ের ধ্বজা

ত্রিভুবন কাঁপে আমার চাওয়ার
তাপে

এখনও অযুত অস্থি-র স্তূপ উজ্জীবনের
প্রদোষে...

ঘট-ও ভরেনি, কাদামাটি ছানি, স্রোতও থিতিয়ে,
প'ড়ে

বলয়-ও উহ্য, উদয়ে লেগেছে
অস্তচ্ছটা !

এই কথাটিই অন্ধ সময়ে, রাখতে

ধ'রে
আয়তনবান সত্য

পিছনে তাকাই সমুখে-পিছনে উত্থান-নতি
সফর করেছি মীনের মতন
বাঁকা ও-জলে

প্লাবনের ঘোরে এই কথাটিই, আঁকড়ে
ধ'রে

সৃজিতের মেঘে সৃজনের-ও টান
জলেস্থলে

হৃদয়ে আমার—

‘কালাধার’ থেকে

বিদ্যুতে শিউরে ওঠে হাত—
ছিঁড়ে গেছে বিদ্যুতের তার ?
পরিবাহী ছিল কালাধার

জল ভেঙে উঠেছে বিদ্যুৎ
ইন্দ্র তবে ফেলে পাশ, জাল,
মাথার ওপরে হিংসার

অতিকায় রক্ষা-দুর্গপুরী
অতিকায় আরও অতিকায়
যন্ত্র-তন্ত্রে লুকোনো চাতুরি

আমারও তো শূন্যে পরাগতি
অনির্দেশ্য ঝাপটে, অস্তিপটে,
আকাশগঙ্গার ঘাটে ঘাটে

দিতে কি চেয়েছি উচাটনে ঝাঁপ ?
তারা-খচা দণ্ডী কেটে দেখা
বিপুলায়তনের বেড়ে যায় শঙ্কা

নভোতলে গড়ায় প্রমাদ
গ্রহপুচ্ছ ছুটেছে তাড়ায়—
রাহু খায় ত্রিযুগী খণ্ড-চাঁদ ॥

যে মহাকাব্যে প্রজন্মলোক

সেদিন কী ছিল চৈত্রের কোনো নেশা
—সর্বনাশের

সে যে জ্যৈষ্ঠের আগুন-ঝরানো, শেষের অকাল-
বর্ষা

কদম্বরেণু তখনও মাখেনি ঝুলনে-ঝুরার—
আষাঢ়,
তখনও পার্কে পলাশ

মেঘৈর্মেদুর শহরেরও ভুল,
এই প্রৌঢ়ের ভুলের ?

দিনের পাবদ নেমে হয়েছিল নিম্ন-
মুখী,
বেয়ে তার মৃদু মনও

তবু যা বলেছি আমি, সে-কি
হৃদয়ের ভাষা ?

এ কোন হৃদয় এলোমেলো হাওয়া
খোঁড়ে,
যেনবা স্বর্ণ-তোরণে ঢুকেছে আততায়ী
সন্ত্রাস—
আমার মনে যে সন্তাপ, অন্তর্দাহে
পোড়ে
—মেলাবে সহজ প্রত্যাশ !

জটায় কে ধরে জহ্নুকন্যা, শোক
ত্রেতায় ধুয়েছে—
পুনর্জীবনে, কলিতেও মেলো আশা

যে মহাকাব্যে বাঁধে প্রজন্মলোক ॥

ভাবো তুমি শ্রুতি

ওকালে কেন একালেও, ভাবো, পুরাণ-শ্রুতি
তোমার শ্রবণে ধায়—

জলোচ্ছ্বাসের, আত্মগোপনে মৈনাক
পুনরুত্থানে চায় !
তাই কী, তোমার ত্রিকালের এই
ভাষ্যে

নগরীরও ভিত হঠাৎ তরাসে, কাঁপে
স্থিতিও টলায়, হানে বন্যায়, মাটির ফাটলে কান্না
ভূ-দেশের হৃদ্‌কম্পে—

নাকি কাঁপায়, কখনো রাষ্ট্রধৃত, সহ্যেরও
সংহতি

শূন্য বিস্ফার শূন্যে
যোজনে-যোজনে জোড়া ব্যাসার্ধে
ছড়িয়ে-পড়া পালকের প্রত্যঙ্গে, ভঙ্গুর,
অরোধ্য—নিয়তি

মনে করো, এ-সবই, বাস্তবেরই
কোন-না ব্যাখ্যা,
হয়তো প্রতীকী

বুঝি, কিংবা না বুঝেও যা, মানি
যেমন, তুমি-আমি
আর আমাদের সঞ্জয়—

যে-কথক যে বার্তাবহ, বলে যায়—
আর, অন্ধ-শ্রোতা, উদ্‌গ্রীব কানে,

ধারাবাহিক ও ক্রমশ প্রকাশ্যে
বলে, প্রবল চক্ষুষ্মানেরও দ্বন্দ্ব-সমাগতি ॥

সন্ধিক্ষণ : একটি তৃণও পারনি তুমি

একটি তৃণও পারনি নিতে অগ্নিসাৎ
দহনে
কিসের তুমি কিসের তুমি কিসের

তোমার দিকে দহন এল তুমিই দগ্ধে
তৃণ—
কিসের তুমি কিসের তুমি কিসের

একটি তৃণও উড়িয়ে দিতে পারনি সন্ধি-
ডানাতে
কিসের তুমি কিসের তুমি কিসেব

ভেতর থেকে ঝাপটা লেগে বেপথু তুমি
নিঃস্ব
কিসের তুমি কিসের তুমি কিসের

এমন যদি হতে তৃণের অধিক
নমনীয়
তাহলে হতে মহান

এমন যদি হতে তৃণের থেকেও তৃণ সুনীচ
তরোরিব খর্জুর—
তাহলে ছিলে মহান

তুমি তা নও তুমি শুধুই বিপন্ন, বিচ্ছিন্নের
অজপা বীজমন্ত্র

তোমাকে চেনাতে অন্তর্ধানে রহস্যে যায়
যক্ষ

তোমারই কেন,—হৃদয়াকাশ বহুশোভমানা—
তোমারও কেন—

পূর্বাস্য,—জগতে
হৈমী উষা ॥

ঋণ : কেনোপনিষৎ : ৩১/১২ : "...কিমেতদ্ যক্ষমিতি"

আদির সৃষ্টি দাহ্য উল্লাস

গুহায় লুকনো মুখ

গুহায় লুকনো সত্যমুখ,
আমি ভেবেছি—
মন্থনের জলতল বিষামৃতে, নীল

আমি দেখেছি ফস্‌ফরাস,—জলে
ভীষণ
আবেগ-তাড়িত শতশিখা

প্রজন্মের মূলাধার শক্তি
রহস্যের,—
আচ্ছাদনে দিবা

অথবা নিশীথ সমাহার,
তামসী—
কামনা করে আমাকে

আমার তো নেই তৃতীয়
ভালে লোচন—
জ্বালাই মৌলিক অগ্নি

জ্বালাই-নেভাই যজ্ঞ
দহনে—
আদির সৃষ্টি, দাহ্য উল্লাস

আয়নায় তোমার মুখ

আয়নায় তোমার মুখ
বিশালাক্ষী, ওই

দীর্ঘপল্লবে গুটনো ছায়ায়, যোজন
অক্ষযুগ

আমাকে দাও
তোমার চাহনি, পলকে কল্পের

এই আরতি তোমার সন্ধি-গহনতার, বরণে
পঞ্চপ্রদীপের—
দাও আমার উদ্ধার

আমাকে দাও
এই কল্পেই আমার উজ্জীবনে
তোমার আঘাত, সে-ও তো চাহনি

দৃষ্টি-অতীত ছন্ন ভবিষ্যৎ
ধ্বস্ত আয়না তোমার মুখ
ধাবন্ত আয়না ধ্বস্ত মুখ

কাচে-পারদে,
তার, অন্ধ তমঃ সত্তাহীন, জয়হীন মুখ

অল্প আলোয়

১·
যে অন্ধকার হৃদয়ে ধরেছি আমি—
তোমাকে ধরিনি,
এইটুকু শুধু জানো

২·
আলো কিছু ছিল পিছনে, দিবসযামী
ফিরেছি শুধুই
ছোঁয়া হয়নি ক ছায়া

৩·
কেউ বলেনি যা একথা বলেছি আমি—
এপিঠ-ওপিঠ
সমান জমেছে অনৃত ধূলি

৪·
আমাকে টেনেছে অনিচ্ছা
কৃত ক্রটি
তোমাকে যেমন টেনেছে অসার তৃপ্তি

৫·
ঘাসের স্তবকে একটি জোনাকি
জ্বলা-নেভা গেছে রেখে—
আমাকে চেনাতে নক্ষত্রের অপরিমিতের দাহ

৬·
সংশয়ে কিছু গিয়েছি
তোমার দিকে—
সংশয় ভেঙে আমাকে ডাকনি তুমি

৭·
আবর্ত বাঁয়ে আবর্ত দক্ষিণে
নিয়ম বুঝিনি কিছুই
—সয়েছি খেলা

৮·
একদা-র ওই আধিভৌতিক
আমার সাঁকো
ঝড় নিয়ে গেলে জলজে ভেসেছি, আদিতে একা

৯·
কষ্টে ছুঁয়েছি তোমার ভাসান
মূর্তিখানি—
অল্প আলোয় মুখ গেল না ক দেখা

প্রতিবিম্বের স্মরণে কাঁসর

ত্বরা ছিল, তাই শোনাওনি
কোনো কথা ?

এত ত্বরা নিয়ে গিয়েছ
জলস্রোতে ?

প্রতিবিম্বের তরল
চিত্রলতা

তোমার স্বভাবী ভঙ্গিমা
দিলে রেখে

এত ত্বরা ছিল ? নগরেও ছিল,
বন্দর-ধোয়া জলে

—হিম পড়ে গেল রাতে, ভেজা সে
আদল ঢেকে—

এইখানে ছিলে, ওখানেও তবে
আশা

তাই-ই কী, মায়ার প্রতিমা,
তোমার ভাষায়

আমিও অসার,—নদীর বাঁকের
নিমেষী প্রতীক্ষায়

জলে টলে মুখ
প্রতিবিম্বের স্মরণে বাজেও কাঁসর ॥

তোমার দ্রবণময়ী জলে

তবে,—শ্বাস দিয়ে ছুঁতে হবে, এই
প্রাণায়ামে
দ্বৈতের-ই জগৎ

এই চরাচর ভাসানে
যেতে—

এক ফোঁটা অশ্রুর
তরলে

আমার 'আমি'-ও
নেই

দ্রব হ'য়ে মিশেছে
তাবৎ

যেমন মিশেছি
আমি,—
তোমার দ্রবণময়ী জলে

সৃষ্টির আদিতে, ছিল
বিন্দু—

আত্মবিহীন ?
পারাপারহীন ?

ঘূর্ণির মেরুতে, আদি
দ্বন্দ্বে

যদি একবার ছুঁয়ে, তুমি
পলকে ভেলায়
যেন কারণসাগর বেয়ে, সহজের দেহে

পার হবে, পার হবে ব'লে ॥

মানুষী রাত্রি, দৈবী ও-নয়

এতই আঁধার জমিয়েছিলুম আমি,
মানুষী রাত্রি !

তবে কী, আকাশ ভাসাবে না আর তারা জ্বলা
দীপগুলি

নাকি এ আকাশ বহির্ভুবনও নয়,
আমার শরীরীবিশ্বেই এই আর্তির
ঘটাকাশ

দিনও গিয়েছে, হলকায় লেগে আমার
কণ্ঠ পুড়ে—

দিনের মরু কি রাতের মায়াতে ঘোচাবে না
আজও ক্লান্তি ?
এত যুগ যায় আমার পিপাসা জুড়ে

রাত্রী ব্যথাদায়তী,
দুই বাহু দাও অন্তরীক্ষে খুলে

দুই বাহু দাও—
শুক্লা ও কৃষ্ণায়,
আমার দাহের খাতে এনে দাও ভরা-কোটালের মুক্তি

অনন্ত কুঠুরিতে, আমি এক,
অনন্তকুঠুরিতে, একা
আছি জেগে—

তোমাতে মেলাতে অংশে-কলায় কত অমা-পূর্ণিমা ॥

এক পিপাসায় অন্য পিপাসা

এক পিপাসায় অন্য পিপাসা
আসে

আকণ্ঠ তুমি শুকোলে—
জলের পাশে

ব'সে থাকা ঘাটে, মনস্কামের
পুণ্যে

আঁজলা পেতেছি, বাতাস-ও উঠেছে
তুঙ্গে

স্থিতিও আমার উড়িয়ে
নিলে সে,
শূন্যে—

বাক্‌শাখ মূল
রস টানে—
অক্ষরে, চিদাকাশে ॥

যে মনগোচর সেই কি আড়ালে

যে মনগোচর সেই কি আড়ালে,
রয়েছে মনের

অথবা মনেরই নেই—
বুঝি দিক্‌অন্ধ

তাই চারিভিতে লেগেছে কঠিন,
গৈরিক হাওয়া

প্রান্তিক হাওয়া,
নগরালি ক'রে ছিন্ন

চৈত্রের হাওয়া
অশন-বসন ওড়ানো হাওয়া

কালবৈশাখ—
ওড়ায় যেমন বাক্‌পথাতীতে চেতন

মগ্ন বা উদাসীন,
মেনে অন্তর্জ্বালা

দু-ভাবে ওড়ায়
সে-কটি কথার সংযোগহীন—
ঘূর্ণি !

একবার যদি ভাবারই আদলে, অথচ
ভাবাও মৌন

বজ্রআভায় উড়ে, খুলে যায়
অগম
পুঁথির পাতা

আমি তা কুড়োই,

যত্নে কুড়োই
বধির-কে ডেকে বলতে ?

আমারই দু-ঠোঁটে প'ড়ে গেছে, দেখি,
বিষম তালা !!

মনে পড়ায় কি সত্যাসত্যে

মনে পড়ায় কি সত্যাসত্যে
মাটিতে টলায় মাটির মর্ত্য
অতল জলের চেনায় পাতাল

যা ছিল দাহের, সে বিনাশর্তে—
দগ্ধানো নীল অস্তে আরক্ত
ক্ষ'য়ে, ডুবে গেলে স্বর্ণথাল

জন্ম ফেরায় ঘূর্ণাবর্ত
কাটামারানোর ঝম্পতাল
কূল-অকূলের পালায় মত্ত

হাওয়ায় উড়িয়ে ফানুস, সকাল
হাওয়া, বেলাভূমি
জলজ ও জাল

ছিল কি সবই সে অবলুপ্তি—
বালির পাহাড়,
তরল গ্রাস ?

এ-ও দয়া, তাই আমার রাত্রি
নগরীতে-পাওয়া মুখোশ পুড়িয়ে,
—ঢেউয়ে, জ্বেলেছিল ফস্‌ফরাস

আমার সুন্দর, আসে

চেয়েছি কি ? চাইনি,
অন্ধ ভ্রমে, সংকোচে, ঘূর্ণির গলির বাতাসে—
আমার সুন্দর ফিরে আসে

আমার পূর্ণিমা ছিল পূর্ণিমার আবরণে
কৃত্তিকা আকাশে—
আমার সুন্দর ফিরে আসে

আমার সুন্দর ছিল সুন্দরের মুঠির ভিতরে,
মুঠির ঐশ্বর্য প'ড়ে—সৃজনের ঘাসে
—একটি পতঙ্গ কাঁপে—আমার সুন্দর ফিরে আসে

চাইব কী,
ট্রামের তারের মাথা ছিঁড়ে
বৈদ্যুতিক—

পাষাণের পাতালের গহ্বরের মুখ,
সর্বনাশে—

আমার সুন্দর নেমে আসে

নরকের দ্বারে, বীণা

নরকের দ্বারে বাজালে
মর্ত্যবীণা—
তুমিই, নরকের এই দ্বারে ?

শ্রেয়সী, সে ফেরে !
অন্ধ পাতাল-গুহানিবাসিনী দেবী,
না মানবী

তোমারই চাওয়ায়,
অথচ তোমার চাওয়াই যে,
দিলে ফিরিয়ে

নরকের দ্বারে, তবুও,
তোমার বীণা—
আমাকে করেছে নিমেষে জীবনদান

আমিও তো দেখি,
তুমিই বাজালে
আত্মিক বীণাখানি

অন্ধের মতো জেনে,
অন্ধের মতো ভিতরে-গভীরে দেখার
উৎসে করে পান

তুমি কি বাজালে,
বেহুলা-ও তবে ইন্দ্রসভায়

নেচেছিল সেই-ই মনোহারিণীর,
সতীর-ই নৃত্যে,
প্রিয়তম প্রাণ যেচে

তুমি যে বাজালে চির-অতৃপ্তি,
অতনু সুরের আর্ফিয়ুস,
প্রেমিক, বিরহী, গুণী

ফিরে সে আসেও, লঘুপায়ে,
নিশ্চুপ,

ফিরে কি তাকেও যেতে দিতে হবে,
সে অধরা-কে, স্খলিত চলায়,
ছায়ার মতোই ছায়ার অঙ্গে ফিরে ?

আমিও-বা কেন, একা,
এই মৃত্যুপারের
শিল্পের ভাষা, শুনি !!

ছোঁয়া

ছুটতে ছুটতে তোমাকে ছুঁয়েছি
সামান্য

এই যে খেলায় আমিই তবে কি
নিমিত্ত

ছুটতে ছুটতে ঘুরেও গিয়েছে
গোলোকধাম

দিন নিভে গেল, জাগছে জগৎ
অগণ্য

ঘুরতে ঘুরতে কানের ভিতর দিয়ে, বেজেছে
মর্মে বাঁশি

ঘুরতে ঘুরতে মনের ভিতর এসে, পশেছে
সর্বনাশী

ঘুরতে ঘুরতে ঘুরণ জেগেছে শূন্যে
আমি ও মনস্কাম

এই যে খেলায় আমিই তবে কি
নিমিত্ত,
বুড়ি ছুঁতে গিয়ে—

বুড়ি ছুঁতে গিয়ে নিজেকেই তবে, ছোঁয়া,
গ্রহণ-ছায়ার মতো ॥

এত রোদ্দুরে পথ হ'য়ে গেছে ছায়া

এত রোদ্দুরে পথ হ'য়ে গেছে ছায়া
তোমার পথের দু-ধারে পথিক কিনারে
এত রোদ্দুরে পিচ গ'লে গ'লে তোমার সার্কুলারে

এত অগণ্য চাকার খাঁজের, ব্রেকের,চাপের,গড়িয়ে চলার
নির্বিকারে
এত রোদ্দুরে পথ হ'য়ে গেছে তোমার ছায়া

এত রোদ্দুরে পথ হ'য়ে গেছে তোমার ছায়া
ছায়ার ভিতরে খেয়ার সাঁকোর কী পারাপারে

গলি হ'য়ে গেছে দুস্তর নিচে যমুনার জল
এই প্রবাহিনী বেঁধেছি তোমার ঘাটের কাছের শানে, ফুটপাতে,
এত রোদ্দুরে পথ হ'য়ে গেছে তোমার চলার ছায়া

এত রোদ্দুরে যমুনাপুলিনে পথের পাশে
ভিক্ষা মেগেছি তোমার ছায়া যে নামিয়ে বাঁশি

এত কলরোল পথের মোড়ের উর্দ্ধশ্বাসে
শত মানুষের ট্রাফিক নিমেষে স্তব্ধ—
ভিক্ষা মেগেছি তোমার ছায়া যে কুড়িয়ে নিয়েছি বাঁশি

ভিক্ষা

সে-ও ছিল তবে, আগে তো বুঝিনি, সংকোচে
কেন ভারাতুর, কেন
হৃদয়ে শ্রান্ত

আজন্ম স'য়ে ?—অথবা সে ছিল মজা-খাতে ডাকা
হঠাৎ—জাগার-ই
বন্যা

তাকে দিই আমি আমার সত্যে
সম্মান

শ্রাবণের মেঘে স্ফুরিত সে চাপা
বহ্নি
...
কথার ওপরে কথা জ'মে, আসে
ক্লান্তি !

নাকি সে একটি বাণীর
মূল্যে মুছে দেয় যত অবমাননার, অপরিচয়ের
শঙ্কা

একটি শুধুই দৃষ্টিহরণ
পুণ্যে

আমাকে বাঁচায়, তাপিত আমাকে, গণ্ডুষে
হই ধন্য
...
কুয়োপাড় ছেড়ে গিয়েছি, কখন
আপন ভ্রমণে, স'রে

অন্তবিহীন পথে—
মরীচিকা ধরে

নদীগিরি টলে

নাগিনীপাকের
নিষ্ঠুর দিশা

কিছু নেই আর সরলে, আকাশে অগ্নি
-ছেবা

মায়াদর্পণ, আমাকে
করুণা করো !!

ছন্দকের রথ

শূন্যের সাঁকো

হেঁটে গেছি আমি শূন্যের
সাঁকো দিয়ে

এত কি শূন্য
র'য়ে গেছে,—

এই স্থাবরের ঠাঁই
উজিয়ে ।

নাকি সে উড়াল,
এইখানে নেই ওইখানে, তবে
আছে

কেটেছ আড়াল,
তেমন অস্ত্রাঘাতে ?

ক্ষীণ তো করেছ, ছড়ানো
মনের গতি

বিঁধে নাও তাকে, ফেরাও,
অলসমতি

কুড়িয়ে পেয়েছি
কঠিন,
—পথাবকাশে

একখানি শুধু গ্রন্থি,
ছেদনে আছে ॥

গৃহভিৎ তোমার নিবাসের মতো

আমার উত্থান জাগে অন্য উত্থানের প্রাচীন
সোপানে

আমার ভূমিষ্ঠ-হওয়া প্রাণঅপানের
বায়ু ভরে

যজ্ঞের জননী, দিলে অমরার ফুল
নাড়ী কেটে

আমার নিশ্বাস জোড়ে যোজন-যোজন
তিনভুবন

এখন যদিবা চাই স্পর্শের স্ফুলিঙ্গ দিই
অরণি-কে ছুঁয়ে

এইখানে—
মানুষের মুখচ্ছবি আমার মুখের কাছাকাছি

আমার জিহ্বা নড়ে স্পষ্টতায় রহস্যের গাঢ়স্পষ্টতায়
সদসৎ তীর্ণের জ্ঞানে

পাটলিপুত্র কম্পে রেখে, আত্মদীপ
বহনের প্রব্রজ্যায়, নত,

এইখানে আমি
অতিরিক্ত সৌধের স্থাপনা করেছি, সুষমার ঘর,
গৃহভিৎ
তুলেছি তোমার নিবাসের মতো ॥

মেঘ ফেঁড়ে যায়

মেঘ ফেঁড়ে যায়, জাগছে আকাশে একক- তারা,
আর যেন চাপা চন্দ্রোদয়

আদিকল্পের ছায়াও
মর্ত্যে—
অপরাজিতা !

মর্ত্য কোথায়---
এ রাঢ়-বঙ্গ ছাড়া

রাঢ়ের রাত্রি ফুরায় না,
থাকে প্রতীক্ষিত—
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী ভূতভব্যে

যশস্বিনীর পাটে কৃতাঞ্জলির মতো ॥

নিঃশব্দে আকাশে ইন্দ্রধনু

নিঃশব্দে আকাশে ইন্দ্রধনু,—
শ্রাবণেই বেঁধেছিলে, তারে
ছিলা ৷

যতদূর গর্জন ছিল ঈশানের
মেঘে

আর, আকাশে ছিল তোমার বিশাল
মৃগয়া—

তাতেই কি বজ্রাঙ্কুর,
পাঠালেও তুমি

কর্ষণের ভূমিও
উর্বর

পৃথিবী
কান্নায় পূর্ণ জলে

আশ্বিনে আবার স্বচ্ছ, তুমিও
সবগ

তোমাতে অদৃশ্য ছিল বাহুপদ,
গমনও, কায়াহীন

অথচ দশদিকে সেই বিস্তীর্ণের
বাঁকঝুরি জাল,
দিলে ফেলে ॥

দিনশেষে, কথাবীজ এসে

এনে দিলে দিনশেষে রাঙামুকুলের
সেই দান

দিনশেষে,—কথাবীজ এসে
চরাচরে, মূলে

রাত্রির খচিত তমোপ্রবাহের আভা,
দেয় মেলে

শুধু দিতে বাকি প্রজ্বলন, দাহ—
দিন ?

আমার যে-দিন গেছে,—আছে নাকি শূন্যের
দেউলে

পল-অনুপল মেপে তিনশ
পঁয়ষট্টির, উপচারে

আর কিছু নয়, ক্রম-পরিণতি
এই অর্থে, অন্তর্গত চাপে

শুধু ওই ভ্রাম্য ওই বর্ষচক্র ওই
আমার শিয়রে

গাজনের ঝোঁকে যেন চড়কের-ই মেলা, ঘিরেছে
অঙ্গারে—

কথাবীজ-ও ওড়ে, লোক-দেশাচার নিয়ে, স্মৃতি-
অনুক্রমে

পুঁথি পাঠোদ্ধার হলে তেমন ঐতিহ্যজ্ঞানে, ফেরা,
ফের প্রত্যহের কাছে

প্রত্যহের নির্বিকার আবর্তন আছে, ভূত-ভবিষ্যৎ

মুকুলিত আছে

নির্বিকার, নির্বিকার—
কাল, কল্পাভাস, অস্তোদয়, বীজাক্ষর
ঘূর্ণনে, নিয়মে ॥

ভাষা, এমনকী, ভাষার একক

ভাষা, এমনকী, ভাষার একক, বহুমুখ
বহুতায়, ধরে তাকে

এই খাত—উচ্ছ্রিত
গঙ্গোত্রীর—শত তটবাঁক
ভেঙে-ঘুরে, জাগে !

দূষণপ্রবাহেও জাগে, ভাসে
সাঁতারু ও শব

জীবজগতের কণাঅণুবিকিরণ—ভাসে, প্রারব্ধ-
কর্মের অথবা কর্মের
ত্যাগে !!

যেমন বৈদিক

রৌদ্রতাপের হাওয়ায় মেলো, নিজের
আত্মতাকে

শ্রাবণ থেকেই অঝোর, ভিজে
দাঁড়াও

একশ শরৎ চাওয়াও, যেমন,
বৈদিক

বাঁচাও তোমার কাম্যবিথার, অন্ন,
প্রাণভূমি চাও !

মুক্তি তোমার আপন হাতের মুদ্রায়,
বরাভয়ে,

চেতন-মানস ঋতুচক্রে
ঘোরাও

মিত্রাবরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, বাতাসে
সঁপো নির্মলতা

তোমার অভিসারের দিকেই, ভাসা
আমার

তড়িৎপথিক,
মনোভূমি দাও ॥

আত্মদীপের পূর্ণিমা

চিরকৃতজ্ঞের প্রাণ
তোমাতেই

নামায় আজ চির-উদ্‌গ্রীবের
তৃষ্ণা

আত্মদীপের নির্মাণ
সে তোমার,

চেয়ে আছে—
বুদ্ধপূর্ণিমা ॥

ছন্দকের রথও ফিরিয়ে

ছন্দকের রথও ফিরিয়ে,
সে
এসেছে নেমে

সে এখন হাহাকারের গর্জনে,
—মধ্যে ভ্রমণের পথ—
সে একা

একাই সে ত্রিবিধের
দুঃখের
অনপায়িনী ছায়ায়

চারপাশ কোলাহল উগ্‌রে দেয়—
সে নিঃশব্দের

তার গোপন সাম্রাজ্যের মধ্যে ছুঁড়ে-দেওয়া তীর-
বিদ্ধ একক বলাকা,
শৈশব

তার যৌবন, গচ্ছিত বৈভব,
ফিরিয়ে দিয়েছে সঙ্গিনীকে, সে-ও
তবে একা

একটি শিশুর মুখে
তাকিয়ে
থাকবার অবকাশটুকু রেখে

ছন্দকের রথও ফিরিয়ে, সে ভেঙেছে পথ
দুঃখ ও দুঃখজয়ের
পন্থ চিনে

তার রাজস্ব ধুলায়,
ঝরা অশ্বত্থের পাতায়, কল্পবৃক্ষের শত-
অবদানে

সিংহাসন চিনেছে, সে
বজ্রাসনে—
গিরিমাটি মেশানো গৈরিকে

শূন্যাসনে
সে রয়েছে ব'সে

উপচারহীন, অহংবিহীন,
তথতায় মুক্তিতে অগাধ
হয়তো, অপরিমেয়ের গতি পেতে

তার স্বাধীনতা তাই, কেউ পারেনি কেড়ে নিতে,
শেকল
সে পরেনি সত্তায়

সে অস্বীকার করেছে প্রচল,
না-মেনে চলার
ত্রিশরণ তার

এই তার বিক্রম,—
সহিষ্ণু,
যোদ্ধা, মহাভিক্ষু, স্বাধীন

এই তার দেহ একাকার,
কঙ্কালসার
গান্ধার ভাস্কর্যের পঞ্জরাস্থি যেন করগুনে,

যেমন কঙ্কাল আজও ফেরে, পথে, প্রতিষ্ঠানে, লোক-
সভাঙ্গারে,—বৃহৎ জনতা

উপোসী, কৃশ,
অক্ষি কোটরাগত কিন্তু অঙ্গার,—
ধ্যানীর আগ্নেয়তা

তার নগ্নশরীর, মুকুটশির, প্রত্যঙ্গ, দেহমূল
পাতাপ্রশাখায় গেছে বেড়ে,
—বোধিক্রম

ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়, সে
ছুঁয়ে আছে
উজ্জীবন

করুণায় দিব্য, স্রব,—
সমীপে স্রোতের মতো রথ, রথী, পদাতিক, খড়্গ
ও অশ্বের বিগ্রহ

স্মৃতিপটে—
সাঁচী, ভারহুত

স্মৃতিহীন, তাই
পুনর্বোধির শঙ্কায়, কানাচে, আততায়ী ফেরে—
মার, রিপু

স্মৃতিময়—
প্রতীক্ষা-ও, তাই-ই, জেগে

ক্ষতবান, আনন্দের মতো "জল দাও" বলে, কেউ,
প্রকৃতি, অবমানিতার কাছে তৃষ্ণার করপুট
অঞ্জলিতে পেতে—

অর্হৎ-এর প্রত্যাদেশে
সংঘারাম, বিহার, চৈত্য, স্তূপ ॥